এবারে আসা যেতে পারে 'কচিডাব' শীর্ষক কবিতাটিতে। - কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে, অগ্রহায়ণ মাস। শীতকাল। সন্ধ্যাবেলা। - সন্ধ্যার বৈশিষ্ট্য কিরকম? 'শ্যামবর্ণী বৃক্ষকান্তার/ চাপিয়াছে শহরের বুকে'। - এইরকম একটা সন্ধ্যাবেলায়, পথে ঘাটে জন-মানব প্রায় যখন একেবারেই নেই, সেইরকম একটা সময় কবির বাসার বাইরে শোনা গেলো, হাঁপধরা গলায় একটা ডাক। কবি বলছেন: 'ডাব চাই, ডাব, কচি ডাব?' /আমার বাসার বাইরে/ হাঁকে বৃদ্ধ মাঝে মাঝে / সে পথে তখন লোকাভাব।' দেখা গেল, এক বৃদ্ধ ডাবওয়ালা এসেছে ঝাঁকা ভর্তি ডাব নিয়ে। কবি তো রীতিমতো অবাক। এই সময়টাতো বৈশাখী দুপুর নয়। - এই সময়ে একজন ডাবওয়ালার দেখা এরকম ভাবে পাওয়া তো

Scanned with CamScanner

রীতিমতো বিস্ময়কর। - কবি তাই রীতিমতো বিস্মিত। বৃদ্ধ ভারওয়ালাকে কবি ~~কল্পেক~~ তাই বলেছেন: '... এই শীতে / কি রাতিকে প্রশাসিতে / কে তোমার যাবে কাঁচ ভার?' অর্থাৎ কাকু বক্রোক্তি অলংকার প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে কবি সেই বৃদ্ধ ভারওয়ালাকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন এমন অসময়ে তার কাছ থেকে ভার কিনে যাবার মতো কেউ সত্যিই নেই। - এরপর সেই বৃদ্ধ ভারওয়ালাটি রীতিমতো কাঁদো কাঁদো গলায় বললো: 'তুমি মোর বাপ খুড়া / মাঁকাটায় হাত যদি দাও / মাথেকে নামায়ে তোমা / মাকাটা করিব সোজা / ভার তুমি নাও বা না নাও।' - উক্তটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। শীতের সন্ধ্যা বৃদ্ধ ভার ওয়ালা 'ভার চাই কাঁচ ভার' হাঁকার পরেও বলছে যে, কবি তার কাছ থেকে ভার না নিতেও পারেন। তবে একবার তার মাঁকাটাকে মাথা থেকে নামাতে সাহায্য করলে, তাকে যথার্থ সাহায্য করা হয়। কবি বা কবিতার কথক দরজা খুলে বেরিয়ে এসে, দুহাত মাঁকায় তুলে ~~এক~~ ভারওয়ালাকে মাথার উপরে ভার নামিয়ে দিতে সাহায্য করলে। কাঁচভার ভর্তি মাঁকাটি মাথা থেকে নামানোর পরে সেই ভারওয়ালার চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন কবি: 'বসে পড়ি ভাঙা বাঁশে / থর থর বুড়া কাঁপে / নয় বুকে নুয়ে পড়ে ঘাড়।' - ~~খানিকক্ষণ~~ এমনিভাবে বসে থাকার পরে, সেই বৃদ্ধ ভারওয়ালাটি ক্ষীণকণ্ঠে কবিকে বলে চলে যেতে চাইলো। - কবি তাকে কাঁচ ভারসহ চলে যেতে দিলেন না। 'ভার ক'টি নামাইয়া / ন্যায্য দাম হাতে দিয়া' তবেই সেই বৃদ্ধ ভারওয়ালাকে যেতে দিলেন। সব কাঁচ ভার বিক্রি হয়ে যাওয়ার আনন্দে সেই শীর্ণকায় বৃদ্ধের চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। কবির ভাষায়: 'গড় ভরি' আঁখি নীরে / খালি মাঁকা তুলি শিরে / গলি বেয়ে চলে গেল বুড়া —'

এখানে ঘটনার শেষ। কবিতার শেষ নয়। কবিতার কথক বা কবির উপলব্ধির ~~শুরু~~ শুরু। সেই বৃদ্ধ ভারওয়ালা চলে যাবার পর কবিতার কথক বা কবি দ্বার বন্ধ করে, অন্ধকার ঘরে ~~এক~~ নিজের তানপুরাটি নিয়ে ~~বসলেন~~ বসলেন।

Scanned with CamScan

তাঁর মনের মধ্যে জন্ম নেওয়া হতাশার সুর ধ্বনিত হল তার গানের মধ্যে দিয়ে। এই হতাশা কেন? কবি বা কবিতার কথক অন্যান্য কবির ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যের তুলনা করছেন। তুলনা করে বলছেন:

'সেসব কবির বেলা -
শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা
দুয়ারে তরুণী পসারিণী'

সেই পসারিণীর চেহারারও বর্ণনা আছে। কিরকম বেশ তার? কবির ভাষায়: 'তনু দেহে সিক্তবাস / নয়নে মিনতি ভাষ'। - এমন পসারিণী 'সেসব কবিদের' কাছে এসেছে ফুল নিয়ে বিকিকিনি করতে। এখানেই শেষ নয়, কবিতার কথক বা কবি আর ভাগ্যবান কবিদের সৌভাগ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। সেই কবি, যিনি আরও ভাগ্যবান, 'আসে তাঁর পসারিণী / কোমল করুণ ক্লান্তকায়'। সেই পসারিণীর appearance বা আবির্ভাবের অভিব্যক্তি ※ কবির মনকে সহানুভূতিতে ভরিয়ে তোলে। - সেই পরম সৌভাগ্যবান কবি সহানুভূতিশীল হয়ে কি করেন? "'শয্যা শুভ্রফেন নিভ / সহজেই পাতিয়া দিব' / সাধে কবি সমবেদনায়।"

'কাঁচ ভাব' কবিতার কথক বা কবির ভাগ্যে এত প্রাপ্তি নেই বলেই তিনি মনে করেছেন। কবিতার কথক বা কবি বলছেন: 'এ ভালে তেঁতুল-গোলা- / অতি বৃদ্ধ ভাবওলা / তাও নহে তৈলাধী দুঃখে।' - শুধু তাই নয়, কবিবিশ্বাস যে ঐ অতি বৃদ্ধ ভাবওয়ালার কাছে তাঁর শিশুর কোনো পাওনা ধার ছিল। সেই ধার তিনি শোধ করলেন ভাব কেনার মধ্যে দিয়ে।

"সহসা ঝনাক তান
তারপরে কাঁচে তান
ছিঁড়ে গেল সবকটা তার"

একেবারেই নতুন এক পরিস্থিতির জন্ম হল। তানপুরার সবকটা তার ছিঁড়ে গিয়ে কবির বেসুরো গানের ঝংকার বন্ধ হয়ে ~~[illegible]~~ গেল। কবি বলছেন: 'আমার গহন মূলে / অকস্মাৎ গেল দুলে / কোন রুদ্র নৃত্যের ঝংকার।' - কবির উপলব্ধি হল ঐ অতি বৃদ্ধ ডাবওয়ালা কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়। স্বয়ং দেবতা নটরাজ। কবির ভাষায়: 'দারুণ শীতের সাঁঝে / হে আমার নটরাজ / কোন্ রূপে এসেছিলে দ্বারে?' কবি নিজেকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ দিয়ে বলছেন: 'অশ্রুর সাগরমন্থ / হে আমার নীলকণ্ঠ! / ভাগ্যে চিনেছি একেবারে।' - সত্যিই তাই, ডাবওয়ালা তো কবিকে বলেইছিল, ডাব নিতেই হবে অর্থাৎ কিনতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা একেবারেই নেই। তবু মানবিক কবি মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বৃদ্ধ ডাবওয়ালার প্রতি নিজের অন্তরের পরিপূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে তিনি সব ডাবগুলিই ন্যায্য মূল্যে কিনে নিয়েছেন ঘরেও কাটারি না থাকা সত্ত্বেও। - তাই ~~কবিকে এখন~~ কবির হৃদয়ে বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ডাবওয়ালার প্রকৃত স্বরূপকে চিনতে না পারার বেদনা আছে কিন্তু সেই বেদনা কখনো সেই বৃদ্ধ ডাবওয়ালার ছদ্মবেশে মহাদেব তথা নটরাজকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার আক্ষেপের রূপ নেয় নি। কবিতার শেষে অর্থাৎ কবি ডাবওয়ালার চেহারার সঙ্গে কবির নটরাজের চেহারার মিল খুঁজে পেয়েছেন:

'শীতরাতে দিগম্বর
দিশাহীন পথচর
সেই চলে ঝঙ্কার নেশায়'

পাশাপাশি সেই অতি বৃদ্ধ ডাবওয়ালাকেও তিনি দেখেছিলেন:

'বসে পড়ি ভাঙা ধাপে / থরথর বুড়া কাঁপে
নগ্ন বুকে নুয়ে পড়ে ঘাড়।'

কবি সেই ডাবওয়ালার আহ্বানে সাড়া দিয়ে, দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে, তার মাথার উপরে ডাব ভর্তি ভারি

মোটাটিকে দুহাত দিয়ে নামিয়ে দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ ভারওয়ালার মাথার ভার লাঘব করেছিলেন। - এতেই কবি নিজেকে ধন্য বলে মনে করেছেন। নটরাজের উদ্দেশ্যে তাই কবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছেন: 'তোমার মাথার ভার / ঠেকেছে যে একবার / তাহে মোর মিটিয়াছে সাধ।'

'কাঁচভার' কবিতায় কবি নটরাজকে আরও একটি নামে বিশেষিত করেছেন। কবি বলেছেন:

'হে মোর বঞ্চিত রাজ
নিঃশেষে বুঝেছি আজ
আমি যে তাদেরি একজনা।'

অর্থাৎ কবি নিজেও অনেককিছু থেকেই বঞ্চিত। অনেক প্রাপ্তি, অনেক সুখ, অনেক সম্পদ তিনি পান নি। কবি মনে করেছেন, 'যে মোহিনী স্বর্ণচাঁদে / সাথে সাথে সুখী বাঁধে / সে যাদের করে প্রবঞ্চনা,' কবি নিজে সেই বঞ্চিতদের মধ্যে একজন। তাই বঞ্চিতরাজ মহাদেব কবি তা কবিতার কথককে ভালোবাসেন। নানা ছলে তিনি তাই আসেন কবির কাছে। কবি বলেছেন:

'তাই তুমি নানাছলে
আমার অন্তরতলে
আমার দুয়ারে আঙিনায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ
কাঁদি বলে ভালোবাস
মোর অশ্রু তোমারে কাঁদায়।'

তাই কবি নিজেকে সংশয়হীনভাবে বঞ্চিতরাজ মহাদেব তথা নটরাজের কাছে সমর্পন করেছেন। কবি দ্বিধাহীন ভঙ্গিতে বলেছেন:

'তোমার প্রসাদকামী
স্বাদুহে সন্ন্যাসী আমি
এ জীবন নিষ্ফলে সফল —'

এখানে কবি নিজের দারিদ্র্য আর বঞ্চিত থাকার ব্যথা অনুভব করছেন না। - তাই বলছেন : "এ জীবন নিষ্ফলে সফল"।- জোনাই যায়, এই অসফলতার অন্যতম মানদণ্ড হল স্বয়ং মহাদের, বঞ্চিতরাজ সমাজের সঙ্গে নিজের একাত্ম হয়ে যাওয়ার তথা হতে পারার অনুভূতি। তাই কবিতার একেবারে শেষে কবি নিজের জীবনকে মহাদেবের পথ হতে ঝরে পড়া একফোঁটা জলের সঙ্গে তুলনা করেছেন সার্থকভাবে।

" বাংলা কাব্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তই সেই প্রথম কবি - যিনি নিজের কাব্য মানসকে একটি বিশিষ্ট নামে চিহ্নিত করে ~~ফেলেছেন~~ দিয়েছেন, নিজেকে বলেছেন 'দুঃখবাদী বৈরাগী'। আর এই দুঃখবাদ প্রসঙ্গেই তিনি প্রচলিত কাব্যরীতিকে ব্যঙ্গের আক্রমণে বিধ্বস্ত করেছেন, সুচির স্বীকৃত মূল্যবোধগুলিকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছেন, মানুষ এবং জীবনের কোনো কল্যাণময় পরিণামকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন :

প্রভাতে হৃদয়-বনে ছুটে মায়ামৃগ
দুপুরে বুকের মরুপারে মরীচিকা
আঁধিয়ে 'জলায়' সাঁঝে আলেয়ার শিখা
নিশীথে হারায় পথ দুষ্ট-খদ্যোতিকা।" 2

যতীন্দ্রনাথের এই দুঃখবাদ বা দুঃখবাদী মানসিকতা জন্ম নিয়েছিলো, মানুষকে ভালোবাসার মানসিকতা থেকেই। মানুষের দুঃখ অপমান লাঞ্ছনা কোথাও ~~একটি~~ কবিকে রোমান্টিক ভাববিলাসিতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। 'ঘুমের ঘোরে' কবিতার শেষ পর্যায়ে কবি তাই দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন :

Scanned with CamScanner

'শুধুই মানুষ ভাই

সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।'

তাই সৃষ্টির মাঝে একমাত্র মানুষকেই কবির মনে হয়েছে 'সৃষ্টিছাড়া দুঃখ সুখ যাত্রী।' – প্রকৃতি প্রেমের দিকে তাই কবির কোনো ঝোঁক নেই। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের অনুসরণে কবিও বলেছেন : 'যাদু যাদের বাদ্য তাদের প্রকৃতির ঐশ্বর্য'। – তাই কবি যতীন্দ্রনাথ শুরু থেকেই মরুভূমির যাত্রী।

"বঞ্চিত লাঞ্ছিত জীবনের প্রতি কী সীমাহীন মমতা তিনি অন্তরে অন্তরে বহন করে গেছেন, তার নিদর্শন তাঁর 'মানুষ', 'চাষার বোনা' কিংবা 'ভিখারী'। যতীন্দ্রনাথের এক চোখে ক্রোধের অগ্নিবৃষ্টি অন্য চোখে করুণার অকৃত্রিম অশ্রু। ... এই ভাবেই তিনি দরিদ্র, তিনি ভিখারী, সংসারের সমস্ত কালকূট খেয়ে তিনি নীলকণ্ঠ — প্রথমে নাস্তিক যতীন্দ্রনাথের কাব্যে শেষ পর্যন্ত তিনিই ইষ্ট দেবতা। মানুষের বেদনা ও অপমানে মর্মাহত কবি শেষ পর্যন্ত নিজের 'বঞ্চিতরাম' শংকরের শিষ্য হয়েছেন।– ... [তাই] কচি ডাব শুধু যতীন্দ্রনাথের একটি প্রধান কবিতা নয় — সমস্ত বাংলা সাহিত্যেরই একটি অনন্য সৃষ্টি। 'ঘুমের ঘোরে'র অবিশ্বাসী অজ্ঞেয়বাদী (নাস্তিক নয়) কবি মানুষের প্রতি মমতায় এইখানে [কচি ডাব কবিতায়] এসে তাঁর মন্ত্র দীক্ষার স্বীকৃতি দিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথের কাব্য দর্শন এই কবিতাতেই সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত।"৩

সূত্র নির্দেশ : ১. বসুমতী পত্রিকা : ৩৩ বর্ষ : ২য় খণ্ড: কার্তিক চৈত্র, ১৩৬১ : পৃষ্ঠা : ৬০৯

২. কচি ডাবের কবি : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্য ও সাহিত্যিক : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী : সপ্তমখণ্ড : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স: প্রথম প্রকাশ : ১৩৬১: পৃষ্ঠা : ৩০৬।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা : ৩০৭।

— ভীষ্মদেব মুখোপাধ্যায়। ২মে, ২০২০।

Scanned with CamScanner